এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ২৯, সাপ্তাহিক ১৮ অক্টোবর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 18 Oct 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 29, Rs. 2

পুজোর উপহারে শিশুদের মুখে হাসি, পাশে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন ক্লাব সদস্যের মায়ের স্মৃতিতে দুঃস্থ শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে মানবিক উদ্যোগ। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ব্যতিক্রমী টোটোচালক মুনমুন সরকার।

দুর্গাপুজোর আনন্দ সবার মধ্যে ভাগ করে নিতে মানবিক উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ির সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। রবিবার নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত বাগডোগরার তাইপু চা বাগান এলাকায় অসহায় ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দিলেন ক্লাবের সদস্যরা। ক্লাবের এক সদস্যের মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উৎসবের আনন্দ থেকে যাতে কোনও শিশু বঞ্চিত না হয়, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ। নতুন পোশাক হাতে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ছোট ছোট শিশুদের মুখ। পুজোর আগে এমন উপহার পেয়ে তাদের আনন্দ যেন আরও বেড়ে যায়।

এই মানবিক কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ব্যতিক্রমী টোটোচালক মুনমুন সরকার। তাঁর সহযোগিতায় উদ্যোগটি আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

ক্লাব সদস্যের মায়ের স্মৃতিকে মানবসেবার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানোর এই প্রয়াস স্থানীয়দের মধ্যেও ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছে। উৎসবের আনন্দ শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই যে প্রকৃত আনন্দ, তা আরও একবার তুলে ধরল সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের এই উদ্যোগ।

মানবিকতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এই বার্তাই হয়ে উঠুক শারদোৎসবের অন্যতম প্রাপ্তি।

পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিতে শাড়ি বিতরণ হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন ,শিলিগুড়ি শারদীয়ার আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতি বছরের মতো এবারও দুঃস্থ মহিলাদের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি। মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায়, বৃহস্পতিবার, ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অসহায় মহিলাদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দেবশঙ্কর সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ এবং বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির কাজল দাস-সহ অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি জানান, দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে যাতে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মহিলারা বঞ্চিত না হন, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ। নতুন শাড়ি পরে তাঁরা যেন আনন্দের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছর এই বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়।

পুজোর আবহে এই মানবিক উদ্যোগ দুঃস্থ মহিলাদের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি উৎসবের আনন্দকে আরও ছড়িয়ে দিল।

দুর্গা ছেড়ে বুদ্ধমূর্তি, শিলিগুড়ি থেকে পাড়ি কানাডায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ,শিলিগুড়ি ছোটবেলা থেকেই মাটির প্রতিমা গড়ার কাজে হাতেখড়ি। দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী অধীর পাল। কিন্তু ন্যায্য পারিশ্রমিক না পাওয়া এবং প্রতিমা তৈরির পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই পেশা থেকে সরে আসতে বাধ্য করেছে।

অধীরবাবুর কথায়, দুর্গাপ্রতিমা তৈরির উপযুক্ত পারিশ্রমিক না মেলায় শেষ পর্যন্ত তিনি সেই কাজ বন্ধ করে বুদ্ধমূর্তি তৈরিতে মন দেন। এই কাজে তিনি যেমন নিজের শিল্পসত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনই মিলছে যথাযথ পারিশ্রমিক।

এবার তাঁর হাতে তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তি জাহাজে চেপে পাড়ি দিচ্ছে কানাডায়। এর আগেও তাঁর তৈরি একটি বুদ্ধমূর্তি পৌঁছে গিয়েছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায়। দুর্গাপ্রতিমা তৈরির অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধমূর্তি গড়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে পৌঁছে যাওয়া অধীর পালের শিল্পীজীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

পুজো হোক সম্প্রীতির

দুর্গাপুজো আনন্দ, ভালোবাসা ও মিলনের উৎসব। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুখে হাসি ফুটুক, প্রতিটি মানুষ সুস্থ ও নিরাপদে কাটান পুজোর দিনগুলি। উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত মানবিকতা।

মা দুর্গার আরাধনা আমাদের শেখাক অশুভের বিনাশ ও শুভশক্তির জয়। হিংসা, বিদ্বেষ ও বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হোক। পুজোর আলোয় আলোকিত হোক প্রতিটি ঘর, প্রতিটি হৃদয়। সবার পুজো হোক আনন্দের, সম্প্রীতির ও মানবিকতার।

দেবীপক্ষে নারীস্বাস্থ্য ও মাতৃশক্তির জাগরণ রক্তাল্পতা, পিসিওএস থেকে ক্যানসার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রক্তাল্পতা, অপুষ্টি, পিসিওএস;নারীস্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জ কতটা জানি আমরা?

স্তন ক্যানসার ও জরায়ুমুখের ক্যানসার সচেতনতাই পারে জীবন বাঁচাতে! নারীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় জাগরণ; কী বলছেন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত? মাতৃশক্তি সুস্থ ও শিক্ষিত হলেই সার্থক হবে ‘জাগো, তুমি জাগো’!

দেখুন বিশেষ প্রতিবেদন, খবরের ঘন্টার সোসাল মিডিয়ায়। দেবীপক্ষ চলছে, চারদিকে ‘জাগো, তুমি জাগো’ বন্দনা। কিন্তু আমাদের মায়েরা কতটা সুস্থ? রক্তাল্পতা, পিসিওএস, স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যানসার থেকে সুরক্ষা, ঋতুকালীন স্বাস্থ্য এবং মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব কতটা জানি আমরা? এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কী বলছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত? মাতৃশক্তির প্রকৃত জাগরণেই সার্থক হোক দেবীপক্ষ। দেখতে ভুলবেন না খবরের ঘন্টার সোসাল মিডিয়ার বিশেষ ভিডিও।

চারদিকে এখন ‘জাগো, তুমি জাগো’ বন্দনা। শুরু হয়েছে দেবীপক্ষ, আরাধনায় মাতৃশক্তি। কিন্তু যে নারীশক্তিকে আমরা দেবীরূপে পুজো করি, বাস্তবে তাঁদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে কতটা সচেতন আমরা? রক্তাল্পতা, অপুষ্টি, পিসিওএস, স্তন ক্যানসার কিংবা জরায়ুমুখের ক্যানসার;নারীদের নানা স্বাস্থ্যসমস্যা আজও বড় উদ্বেগের বিষয়। ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোও অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি, প্রতিটি মেয়ের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া ছাড়া উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্নও পূর্ণতা পেতে পারে না।

মায়েরা যদি অপুষ্টি ও নানা অসুস্থতায় ভোগেন, মেয়েরা যদি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন, তবে মাতৃশক্তির বন্দনা কতটা সার্থক হবে? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলিই উঠে এসেছে দেবীপক্ষের বিশেষ আলোচনায়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত এই ভিডিওতে তুলে ধরেছেন নারীস্বাস্থ্য, মাতৃশক্তির সুস্থতা এবং নারীদের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতনতার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি।

‘জাগো, তুমি জাগো’ বন্দনা প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে তখনই, যখন প্রতিটি নারী সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষায় এগিয়ে যাবেন। দেবীপক্ষের এই সময়ে নারীস্বাস্থ্য নিয়ে চিকিৎসকের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনতে ভিডিওটি অবশ্যই দেখুন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

উত্তরায়ণে পুজোর মণ্ডপে ঘরোয়া খাবারের আনন্দমেলা !

ঘরের রান্নায় জমজমাট পুজোর আনন্দমেলা !

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ

রাধাবল্লভী থেকে মোমো;সবই বাড়িতে তৈরি !

গৃহবধূদের উদ্যোগে স্বনির্ভরতার সুন্দর বার্তা।

পরিবেশবান্ধব মণ্ডপে গাছ বাঁচানোর অনন্য বার্তা !

উত্তরায়ণের পুজোয় খাবার, সংস্কৃতি আর পরিবেশের মেলবন্ধন !

শিলিগুড়ির উত্তরায়ণ সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকেই জমে উঠল ঘরোয়া খাবারের আনন্দমেলা। রাধাবল্লভী থেকে আলুর দম, লাউয়ের পায়েস, চপ, ফুচকা, দইবড়া, মোমো, কেক, পেস্ট্রি, পোলাও, চাউমিন, লিচ্চি চোখা, কাটলেট, চা-কফি;কী নেই সেই তালিকায় ! আর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, সব খাবারই তৈরি হয়েছে স্থানীয় আবাসিকদের নিজেদের বাড়িতে।

বুধবার চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত মণ্ডপের সামনের রাস্তায় স্টল সাজিয়ে বসেন এলাকার গৃহবধূ ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা। তাঁদের তৈরি নানা পদের খাবার কিনে চেখে দেখেন আবাসিকদের পাশাপাশি পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীরাও। খাবারের স্বাদে, আড্ডায় আর পারস্পরিক আনন্দে জমে ওঠে গোটা চত্বর।

এই আনন্দমেলা শুধুই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন নয়, বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক সুতোয় বাঁধার এক সুন্দর উদ্যোগ। পাশাপাশি, নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিক্রির মধ্য দিয়ে ছোটদের মধ্যেও তৈরি হচ্ছে স্বনির্ভরতার শিক্ষা, যা ভবিষ্যতের পথ চলায় কাজে লাগবে।

উত্তরায়ণ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি ডোনা ব্যানার্জী, সম্পাদিকা সম্পা পাল এবং কোষাধ্যক্ষ সঙ্গীতা রায়-সহ কমিটির সদস্যরাও এই উদ্যোগে সামিল হন। প্রবীণা সুমিতা মুখার্জী থেকে শুরু করে রীতা মজুমদার, কেয়া বিশ্বাস, গোপা সরকার, কাকলি সরকার, অর্পিতা দাশগুপ্ত-সহ আরও অনেকে বাড়িতে রান্না করা খাবার নিয়ে হাজির হন মেলায়। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে চতুর্থীর সন্ধ্যায় তৈরি হয় এক অনন্য উৎসবের আবহ।

তবে উত্তরায়ণের পুজোর আকর্ষণ শুধু আনন্দমেলায় সীমাবদ্ধ নয়। বৃহস্পতিবার মহাপঞ্চমীতে এই পুজোর উদ্বোধন। তার আগেই চতুর্থীর সন্ধ্যা থেকে পরিবেশবান্ধব মণ্ডপ দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে।

বাঁশ, কাঠ, মাটি-সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপসজ্জায় উঠে এসেছে গাছ রক্ষা, জলের অপচয় রোধ এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। অর্থাৎ, উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে এই পুজো।

চালচিত্রের ভাবনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা বিষয়, যা শিশু থেকে প্রবীণ;সকলের মন কাড়ছে। দেবী দুর্গার সুন্দর প্রতিমা এবং চারপাশের মনোরম পরিবেশ পুজোর আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো অর্চনা, ঘরোয়া খাবারের আনন্দমেলা, সামাজিক সম্প্রীতি, স্বনির্ভরতার শিক্ষা এবং পরিবেশ সচেতনতা;সব মিলিয়ে উত্তরায়ণ সর্বজনীন দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী আয়োজন। এই অভিনব ভাবনা ও শিক্ষামূলক বার্তা পুজোটিকে বহু মানুষের প্রশংসা ও স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

ঘরোয়া খাবারের স্বাদ থেকে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার;উত্তরায়ণের এই পুজোয় উৎসবের আনন্দ যেন সত্যিই সবার জন্য।

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো ৫৭ বছরে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ৫৭তম বর্ষে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গোৎসব।

'বাংলার মাটি ও শিল্প' ভাবনায় সাজছে পুজোর আয়োজন।

পুজোর সূচনা পর্বের উদ্বোধনে স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ।

স্বামী জীবনানন্দ মহারাজের ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন।

নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে দেবী আরাধনায় ব্রতী ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

বাংলার মাটি ও শিল্পের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে ৫৭তম বর্ষে পদার্পণ করল হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গাপুজো। সোমবার দ্বিতীয়ার সন্ধ্যায় ক্লাব প্রাঙ্গণে পুজোর সূচনা পর্বের উদ্বোধন করেন সাহুডাঙি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ। তিনি ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানে এক আধ্যাত্মিক আবহ সৃষ্টি করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ উপস্থিত সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁর বক্তব্যে উৎসবের শুভেচ্ছাবার্তা তুলে ধরেন।এবার এই ক্লাবের পুজোর থিমে 'বাংলার মাটি ও শিল্প' ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয়োজনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ক্লাবের কর্মকর্তা নির্মল কুমার পাল জানিয়েছেন, এ বছরও তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রেখে এবারের দুর্গোৎসবকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে প্রস্তুত ক্লাব কর্তৃপক্ষ।অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পারমিতা দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি গুরুদোয়ারার প্যায়ারা সিং, রেবা সরকার , দেবশঙ্কর সাহা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আগমনী ২০২৬-এ মাতৃবন্দনার আয়োজন

১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসব। শিশুদের আনন্দে মুখরিত হলো অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। শারদীয়ার আবহে জমজমাট আগমনী উৎসব।

শারদীয়ার আবহে মা দুর্গার আগমনকে স্বাগত জানাতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো শিলিগুড়ির দুই মাইল এলাকার সেবক রোডের সারদা শিশুতীর্থ মাধ্যমিক। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'আগমনী ২০২৬' অনুষ্ঠানে ১৫ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দে মেতে উঠলো পড়ুয়ারা। প্রাক্-শারদীয়ার শুভলগ্নে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শিশুদের আনন্দের এই আয়োজনে সামিল হওয়ার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য নির্ভয় কান্তি ঘোষ।

অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে আয়োজন করা হয়। প্রাক্-প্রাথমিক বিভাগের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিশীথ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দে, ড. সরোজ কুমারী শর্মা;ননি ভট্টাচার্য স্মারক মহাবিদ্যালয়, জয়গাঁওয়ের হিন্দি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপিকা;এবং বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের টিচার-ইন-চার্জ বাসুদেব তেবাড়ী।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়দীপ ভট্টাচার্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিলিগুড়ি জেলা প্রমুখ; অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস; অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গৌতম কুমার বিশ্বাস; অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতী মন্দিরা বিশ্বাস; অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ড. দেবাংশু শেখর দাস; শুভানুধ্যায়ী প্রবীণ অগ্রওয়াল এবং সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের নরোত্তম পাল।

অনুষ্ঠানের সময়সূচি অঙ্কুর থেকে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াদের অনুষ্ঠান সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত হয়। দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের অনুষ্ঠান দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত হয়।

মা দুর্গার আগমনকে কেন্দ্র করে শিশুদের উৎসাহ, সাংস্কৃতিক আবহ এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে 'আগমনী ২০২৬' অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে ওঠে

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পুজোর উপহারে শিশুদের মুখে হাসি, পাশে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপুজোর আগে নতুন পোশাকে হাসি ফুটল ছোট্ট মুখে! শিলিগুড়ির সিনি হোমের শিশুদের পাশে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট।

উৎসবের আনন্দ সবার জন্য। হতদরিদ্র শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে মানবিকতার নজির উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের।

নতুন পোশাক, মুখে হাসি;পুজোর আগে শিশুদের পাশে সমাজসেবীরা। সিনি হোমে বিশেষ উদ্যোগ উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের।

শারদীয়ার উপহার, ভালোবাসার পরশ! হাকিমপাড়ার সিনি হোমের শিশুদের জন্য নতুন বস্ত্র নিয়ে হাজির সমাজসেবীরা।

মানবিকতার ছোঁয়ায় শারদোৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও সিনি হোমের অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের মুখে হাসি ফোটাল উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট।

পুজোর আগে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে মানবিক উদ্যোগ উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের। সোমবার শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার সিনি হোমে থাকা অনগ্রসর পরিবারের মেয়েদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন বিশেষ সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা, লেখক নিধুভূষণ দাস, আইনজীবী রুচি আগরওয়ালা, সৌমিত্রবাবু, দেবাশীষ ঘোষ,রীতা দাস,পার্থ সরকার, অনাদি দলুই -সহ ট্রাস্টের সদস্যরা। সিনি হোমের তরফে এই উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। প্রতি বছর পুজোর আগে শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার বার্তা দেয় উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট।

শিলিগুড়ি পুজোর আনন্দ সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে ফের মানবিক উদ্যোগ উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের। সোমবার শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় সিনি হোমে থাকা অত্যন্ত অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিলেন ট্রাস্টের সদস্য ও বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

সিনি হোম এমন একটি ডে কেয়ার কেন্দ্র, যেখানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের মেয়েরা দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়। সকালে বাড়ি থেকে এসে সেখানে জলখাবার খেয়ে স্কুলে যায় তারা। স্কুল শেষে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে সন্ধ্যায় নিজেদের অভিভাবকদের কাছে ফিরে যায়।

এদিন শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা, লেখক নিধুভূষণ দাস, দেবাশীষ ঘোষ, সৌমিত্রবাবু, রীতা দাস, আইনজীবী রুচি আগরওয়ালা, অনাদি দলুই, পার্থ সরকার-সহ অন্যান্যরা। সিনি হোম কর্তৃপক্ষ এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আগে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ নিয়ে থাকে উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্ট।

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মুদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 29
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)